দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 05 DEC 1982
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

38

রাজশাহীর শিক্ষাঙ্গনগুলো উত্তপ্ত

।।রেজাউল করিম রাজু।।

৪ ডিসেম্বর।— শিক্ষা নগরী রাজশাহীর শিক্ষাঙ্গনগুলো আবারো উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয়সহ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলছে উত্তেজনাকর অবস্থা।

রাকসু নির্বাচনকে নিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের' অবস্থা উত্তপ্ত। গত ২ ডিসেম্বর রাকসু নির্বাচনের কথা থাকলেও ছাত্র দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের ধরে তা বন্ধ হয়ে যায়। নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন তাদের প্যানেল চূড়ান্ত করলেও ছাত্র দল তাদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে দু'টি প্যানেল জমা দেয়। পরে একটি প্যানেল সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার ও অপর প্যানেলের ভিপিসহ কয়েকটি পদ প্রত্যাহার করে নিলে জটিলতার সৃষ্টি হয়। এতে করে নির্বাচনে মূলত ছাত্র দল বাদ পড়ে যায়। ক্যাম্পাসের বৃহৎ ছাত্র সংগঠন তথা

শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

রাজশাহী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সরকারী দলের ছাত্র সংগঠনকে বাদ দিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানে অচলাবস্থা দেখা দেয়। কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ আয়োজন শেষ করে আনলেও ছাত্র দলের হটকারিতায় বিপাকে পড়েন। অবস্থা ক্রমশঃ ঘোলাটে হতে থাকলে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করেন। কর্তৃপক্ষের এ সিদ্ধান্তে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ক্ষোভে ফেটে পড়ে। ছাত্র ঐক্য, ছাত্র শিবির, ছাত্র ইউনিয়ন আন্দোলনের পৃথক পৃথক কর্মসূচী দেয়। নির্বাচন বন্ধের বহিঃ প্রকাশ হিসাবে ব্যাপক ধ্বংসাত্মক ঘটনা ঘটে। ছাত্র ঐক্যের কিছু কর্মী সিনেট ভবন, জনসংযোগ দপ্তর, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেস-ক্লাব ও ৮টি বাসে ব্যাপক হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে। শিবির আগামীকাল (শনিবার) ক্যাম্পাসে ছাত্র ধর্মঘট আহবান করেছে।

রাকসু নির্বাচন স্থগিত করার প্রতিবাদে ও ভিসির পদত্যাগের দাবীতে প্রশাসনিক ভবনের ভিসি অফিসে তালা লাগিয়ে দেয়া হয়। ক্যাম্পাসে এ নিয়ে প্রতিদিন মিছিল, মিটিং চলছে। ছাত্র সংগঠনগুলো অবিলম্বে রাকসু নির্বাচনের দাবী জানাচ্ছে।

এদিকে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ভর্তি কোটা নিয়ে ছাত্র শিবিরের কার্যক্রমে দেখা দিয়েছে উত্তেজনা।

রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের নতুন হোস্টেলে ছাত্র সংঘর্ষে উভয় পক্ষের কয়েকজন আহত হয়।

বিআইটি ছাত্র দলের তিনজন নেতাকে বহিষ্কারের প্রতিবাদে ছাত্র দল সেখানে ধর্মঘট, অবরোধসহ বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করে।

কিছুদিন পূর্বে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজে ছাত্র দলের দু'জনকে বহিষ্কারের প্রতিবাদে তুলকালামকাণ্ড ঘটে যায়।